

# স্মরণীয় কয়েকজন গণিতবিদ

## প্যারি ডি ফার্মা



প্যারি ডি ফার্মা (1601-1665) একজন ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন। তার অসাধারণ দ্রুত গণিতের উদ্ভাবনী শক্তি তাকে উচ্চতর গণিত ও এনালাইটিক্যাল জ্যামিতিতে গভীরভাবে অবদান রাখতে সাহায্য করে। তিনি যখন বলতেন, তার কাছে গণিতের কোনো সমস্যার প্রমাণ আছে, তার কাছে সত্যি একটি নির্ভুল প্রমাণ থাকতো। তিনি ব্লেস প্যাসকেলের সাথে প্রোবাবিলিটি থিউরির ভিত্তি স্থাপন করেন। তার সংজ্ঞায়িত Fermat's Last Theorem প্রমাণ করতে প্রায় সাড়ে তিনশত বছর লেগে যায় এবং নাস্কার থিউরির অনেক উন্নয়ন হয়।

## ব্লেস প্যাসকেল



ব্লেস প্যাসকেল (1623-1662) 1645 সালে প্রথম ক্যালকুলেটিং মেশিন উদ্ভাবন করেন। তার নাম ব্যবহার করা হলেও তিনি আসলে নাস্কারের ট্রায়াঙ্গুলার অ্যারে (Triangular Array of Numbers) উদ্ভাবন করেননি। কিন্তু তিনি ট্রায়াঙ্গুলার অ্যারে এবং বাইনোমিয়াল এক্সপ্যানশনের মধ্যে সম্পর্ক দেখেছিলেন। তিনি অ্যারে এবং কম্বিনেশনাল প্রবলেমের মধ্যে যোগাযোগটা বের করেছিলেন।

## আইজ্যাক নিউটন



আইজ্যাক নিউটনকে (1642-1727) ইংরেজি বিশ্বে সবচেয়ে বড় বিজ্ঞানী-গণিতবিদ হিসাবে দেখা হয়। তিনি ছোটবেলায় পড়ালেখায় মনোযোগী ছিলেন না এবং ক্লাসে তার অবস্থান ছিল সবার নিচে। তাঁর প্রধান অবদানগুলো হলো - Universal Law of Gravitation, The Three Laws of Dynamics, Differential & Integral Calculus, The Binomial Theorem, The discovery of the colors of white light।

### গটফ্রায়েড উইলহেম ভন লিবনিজ



গটফ্রায়েড উইলহেম ভন লিবনিজ (1646-1716) ছিলেন জার্মানীর প্রতিভাবান ব্যক্তি যিনি একইসাথে আইন, দর্শন, ধর্ম, সাহিত্য, মেটা ফিজিক্স এবং গণিতে পণ্ডিত ছিলেন। তিনি নিজে নিজেই ক্যালকুলাস আবিষ্কার করেন (নিউটনের পাশাপাশি সময়ে) এবং ক্যালকুলাসে ইন্টিগ্রাল চিহ্নটির ব্যবহার জনপ্রিয় করে তুলেন। তিনি বৃত্তের রেফারেন্স ছাড়াই  $\pi$  এর মান বের করার একটি পদ্ধতি বের করেন। যান্ত্রিক ক্যালকুলেটর উদ্ভাবনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। বাইনারি নাম্বার সিস্টেমের উন্নয়নেও তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

### লিওনার্ড ইউলার



লিওনার্ড ইউলার (1707-1783) ছিলেন সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ একজন গণিতবিদ। তাকে টপলজির দাদা বলা হয়ে থাকে। তিনি টপলজির একটি বহুল ব্যবহারিক দিক গ্রাফ থিউরি আবিষ্কার করেন। তিনি গণিতের প্রায় সকল বিষয়ে অজস্র গবেষণাপত্র প্রকাশ করেছেন। তিনি গণিতের অনেক মৌলিক নোটেশন যেমন  $\pi, e, i$  ইত্যাদি আন্তর্জাতিকভাবে ব্যবহার করার দায়িত্ব নিয়েছিলেন। ইউলার প্রায় 30 বছর বয়সে তার একটি চক্ষু হারায় এবং 59 বছর বয়সে সম্পূর্ণ অন্ধ হলেও অন্ধত্বের ফলে তার বৈজ্ঞানিক জীবন বাধাগ্রস্ত হয়নি।

### মারিয়া এগনেসি



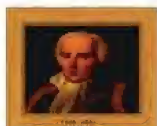
মারিয়া এগনেসি (1718-1799) ছিলেন ইতালির বিশ্ববিখ্যাত মহিলা গণিতবিদ। ছোটবেলা থেকেই তার জ্ঞানের কথা ছড়িয়ে পড়ে এবং তাকে ডাকা হতো ‘ওরাকল অব দি সেভেন টাঙ্কস’। তিনি কিশোরবেলায় নিজে নিজেই ডিসক্রিট, নিউটন, লিবনিজ, ইউলার এবং অন্যান্য বিখ্যাত গণিতবিদদের গণিত শিখে ফেলেছিলেন। তিনি গণিত ও বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক সভার আয়োজন করতেন এবং এর উপর নির্ভর করে মাত্র বিশ বছর বয়সে তার বই বের হয়। মেয়েদের উচ্চশিক্ষার বিষয়ে তার অনেক অবদান ছিল। মহিলাদের মধ্যে তিনিই প্রথমে ক্যালকুলাসের উপর একটি বই লেখেন, এবং তিনিই প্রথম মহিলা যিনি অধ্যাপক হিসাবে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ পেয়েছিলেন।

### যোসেফ লুইস ল্যাগ্রাঞ্জ



যোসেফ লুইস ল্যাগ্রাঞ্জ (1736-1813) ডিফারেন্সিয়াল ইকুয়েশন, এনালাইসিস, নাম্বার থিউরি, এনালাইটিক্যাল ও সেলিস্টিয়াল মেকানিক্স বিষয়ে বেশ বড় ধরনের অবদান রাখেন। তিনি বিভিন্ন দেশে মেট্রিক সিস্টেম প্রবর্তনের কমিটির প্রধান ছিলেন। তিনি নিউটনের ইউনিভার্সাল ল অব গ্র্যাভিটেশন সূত্রটি প্রমাণে বিশেষ ভূমিকা রাখেন।

### পিয়েরে সাইমন ল্যাপ্লাস



পিয়েরে সাইমন ল্যাপ্লাস (1749-1827) ছিলেন অনেক বড় মাপের ফরাসী গণিতবিদ। 1799 থেকে 1825 সালে পাঁচ খণ্ডে লেখা *Mechanique Celeste* এবং 1812 সালে প্রকাশিত *Theorie analytique des probabilités* বইগুলোর জন্য তিনি বিখ্যাত ছিলেন। এই দ্বিতীয় বই থেকেই আধুনিক প্রোবাবিলিটি থিউরির জন্ম হয়। ল্যাপ্লাস ট্রান্সফর্ম আজও প্রকৌশলীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার।

### কার্ল ফ্রেডরিক গাউস



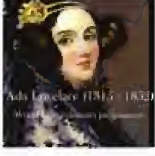
কার্ল ফ্রেডরিক গাউস (1777-1855) অসাধারণ প্রতিভা নিয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কথা বলতে পারার আগেই সংখ্যা নিয়ে কাজ করতে পারতেন। ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীর প্রায় সকল গণিতের শুরুর হয় গাউসের কাজ থেকে। তিনি ১৭ বছর বয়সে এলজেবরার ফান্ডামেন্টাল থিউরির সঠিক প্রমাণ দিয়েছিলেন। তাকে ডাকা হয় গণিতের রাজপুত্র (প্রিন্স অফ ম্যাথমেটিক্স)। নিউটন, আর্কিমিডিস ও গাউস - এই তিনজনকে ইতিহাসের সর্বশ্রেষ্ঠ গণিতবিদ হিসাবে দেখা হয়।

### নিলস হেনরিক আবেল



নিলস হেনরিক আবেল (1802-1829) নরওয়েতে জন্ম গ্রহণ করেন। খুব অল্প বয়সেই তার গণিতের প্রতিভা ফুটে উঠে। তিনি তার ক্ষুদ্র জীবনের অনেকটা সময় এলজেবরার সমীকরণ সমাধানে নিয়োগ করেন। তিনি প্রমাণ করেন যে, পঞ্চম ঘাতের এলজেবরার সমীকরণ শুধু এলজেবরার অপারেশন দিয়ে সমাধান করা যাবে না। তিনি গ্রুপ কনসেপ্ট ব্যবহার করেন এবং তার নামানুসারে আবেলিয়ান গ্রুপ রয়েছে। আবেল দারিদ্র্যে জীবন কাটিয়েছেন এবং নরওয়ে ব্যাংকের ঋণ পরিশোধ করার আগেই মৃত্যুবরণ করেন। তার ছবিসম্বলিত নরওয়ের নোট রয়েছে। তাছাড়া 2002 সালে থেকে তার নামে প্রায় এক মিলিয়ন ডলারের আবেল পুরস্কার দেয়া হচ্ছে।

### অগস্টা এডা বায়রন



অগস্টা এডা বায়রন (1815-1852) কম্পিউটার বিজ্ঞানের ইতিহাসে একটি শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছেন। তিনি দাবী করেছিলেন যে, এমন একটি মেশিন বানানো সম্ভব যা জটিল সজ্জিত তৈরিতে, গ্রাফিক্স তৈরিতে এবং বৈজ্ঞানিক কাজে ব্যবহার করা যাবে। একটি মেশিন কীভাবে বানুলি নাম্বার গণনা করতে পারে, তা ব্যাখ্যা করে তিনি ব্যাবেজকে চিঠি লিখেছিলেন। এটাকেই ধরা হয় প্রথম কম্পিউটার প্রোগ্রাম। 1979 সালে তার প্রতি সম্মান দেখিয়ে আমেরিকার ডিফেন্স বিভাগ এডা নামের একটি কম্পিউটারের ভাষা তৈরি করে।

### জর্জ বুল



জর্জ বুল (1815-1864) লজিক শাস্ত্রে সিদ্ধল ব্যবহার করা শুরু করেন। এর মাধ্যমে তিনি জটিল লজিক্যাল সমস্যাগুলোকে সেটের উপন নির্ভর করে সিদ্ধলিক আকারে প্রকাশ ও সমাধান করতে পারতেন। সেটের বেসিক অপারেশন ইউনিয়ন ও ইন্টারসেকশন বুলিয়ান এলজেবরা হিসাবে খ্যাত। বর্তমানে সাউন্ড রিজনিং এর ক্ষেত্রে বুলিয়ান এলজেবরা বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে।

### জর্জ ক্যান্টর



জর্জ ক্যান্টর (1845-1918) হলেন বিখ্যাত জার্মান গণিতবিদ যিনি সেট থিউরির প্রতিষ্ঠাতা। বর্তমানে অনেক আধুনিক উন্নত গণিতের কাজের ভিত্তি হিসাবে এই সেট থিউরি ব্যবহৃত হয়। সেট থিউরিতে ক্যান্টরের অবদান তৎকালীন গণিতসমাজ সুনজরে দেখেনি এবং তাকে ভর্ৎসনাও করা হয়েছে যার ফলে তিনি হতাশায়ও ভুগেছেন। কিন্তু রয়্যাল সোসাইটি 1904 সালে গণিতের জন্য সর্বোচ্চ স্বীকৃতি সিল্ভেস্টার মেডাল প্রদান করে তার অবদানকে সম্মান জানিয়েছে।

### গডফ্রে হার্ডি



গডফ্রে হার্ডি (1877-1947) ছিলেন ব্রিটেনের সমসাময়িককালের একজন শ্রেষ্ঠ গণিতবিদ। বিশুদ্ধ গণিতে তার অনেক অবদানের মধ্যে এনালাইসিস এবং নাম্বার থিউরি হলো মনে রাখার মত। বিশুদ্ধ গণিতের উপরে তার লেখা বই (পিউর ম্যাথেম্যাটিক্স) ইংল্যান্ডে গণিত শেখায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন এনে দেয়। 1917 সালে তিনি বিখ্যাত গণিতবিদ রামানুজনের সাথে নাম্বার থিউরির উপর গুরুত্বপূর্ণ কাজ প্রকাশ করেন।

### রামানুজন



রামানুজন (1887-1920) হলেন বিশ্ববিখ্যাত ভারতীয় গণিতবিদ। তিনি নাম্বার থিউরিতে বিশাল অবদান রাখেন। তার মনে রাখার ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। তিনি প্রথম 10000 পূর্ণসংখ্যার বৈশিষ্ট্য মনে রাখতে পারতেন এবং প্রতিটি সংখ্যা যেন তার খেলার সাথী হয়ে গিয়েছিল। একদা হার্ডি অসুস্থ রামানুজনকে দেখতে যে ট্যাক্সিতে আসেন তার নাম্বার 1729 কে বোরিং নাম্বার বললে রামানুজন সঙ্গে সঙ্গে বলেন সংখ্যাটি খুবই মজার। কারন এটাই হলো সবচেয়ে ছোট পূর্ণসংখ্যা যা দুইটি ঘনের যোগফল হিসাবে দুইভাবে প্রকাশ করা যায়, অর্থাৎ  $1729 = 1^3 + 12^3 = 9^3 + 10^3$ ।

### জন ভন নিউম্যান



জন ভন নিউম্যান (1903-1957) গেম থিউরির উপর কাজ করেন। কম্পিউটার বিজ্ঞান ও লিনিয়ার প্রোগ্রামিং-এ তার অনেক অবদান রয়েছে। তিনি ম্যানিয়াক (MANIAC - Mathematical Analyser Numerical Integrator and Computer) তৈরিতে সাহায্য করেন। তিনি এটম বোমা ও মিসাইল ডিজাইনের কাজেও সাহায্য করেন। আধুনিক কম্পিউটারের ভিত্তিই হলো ভন নিউম্যান আর্কিটেকচার।

### পল আরডস



পল আরডস (1913-1996) ছিলেন বিংশ শতাব্দীর সবচেয়ে প্রতিভাবান হাঙ্গেরীয় গণিতবিদ। তিনি প্রায় 500 জনের সঙ্গে গবেষণা প্রবন্ধ রচনা করেছেন। মৃত্যুর কয়েক ঘণ্টা পূর্বেও তিনি একটি জ্যামিতির সমস্যা সমাধান করেন। তিনি গ্রাফ থিউরি, সেট থিউরি, নাম্বার থিউরি ইত্যাদি বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি 1500 এর অধিক গবেষণা পত্র রচনা করেন যার প্রায় 400 তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয়।

### ডোনাল্ড আরভিন নুথ



ডোনাল্ড আরভিন নুথ (1938-) কে আধুনিক কম্পিউটার বিজ্ঞানের জনক বলা হয়। তিনি এলগরিদমের পারফরম্যান্স বিশ্লেষণের জন্য গাণিতিক পদ্ধতিকে সমৃদ্ধ করেন। তার লেখা বই - The Art of Computer Programming, Concrete Mathematics এবং Scientific writing software - TeX সারা পৃথিবীতে বহুল ব্যবহৃত। তিনি টুরিং পুরস্কারসহ নানা পুরস্কারে ভূষিত হয়েছেন। বুদ্ধিমত্তার জন্য ছোটবেলা থেকেই তিনি সুপরিচিত ছিলেন।

# পরিশিষ্ট

## ত্রিভুজ অঙ্কনের যত পদ্ধতি

সাধারণভাবে একটি ত্রিভুজ দুইটি বাহু ও একটি কোণ (SAS), দুইটি কোণ ও অন্তর্ভুক্ত বাহু (ASA) অথবা তিনটি বাহু (SSS) দ্বারা নির্দিষ্ট। কিন্তু এছাড়াও নানাভাবে ত্রিভুজ অঙ্কন করা যেতে পারে। এই পদ্ধতিগুলো তালিকাভুক্ত করার পূর্বে নিম্নের প্রতীকগুলো সংজ্ঞায়িত করি।

$A, B, C$ : কোণ অথবা শীর্ষ বিন্দু

ছেদবিন্দু

$a, b, c$ : যথাক্রমে  $A, B, C$  শীর্ষের বিপরীত বাহুর দৈর্ঘ্য

$G$ : ভরকেন্দ্র

$h_a, h_b, h_c$ : যথাক্রমে  $a, b, c$  বাহুর উপর বিপরীত শীর্ষ থেকে অঙ্কিত উচ্চতা

$I, r$ : যথাক্রমে অন্তঃবৃত্তের কেন্দ্র ও ব্যাসার্ধ

$m_a, m_b, m_c$ : যথাক্রমে  $a, b, c$  বাহুর উপর অঙ্কিত মধ্যমা

$I_a, I_b, I_c$ :  $\triangle ABC$  ত্রিভুজের যেকোনো দুইবাহু  $a, b$  কে তাদের সাধারণ বিন্দুর বিপরীত দিকে বর্ধিত করলে যে রেখাদ্বয় তৈরি হয় তা এবং অন্য বাহু  $c$  যে বৃত্তের স্পর্শক তার কেন্দ্রকে  $I_a$  এবং ব্যাসার্ধকে  $r_a$  বলে। অন্যান্য প্রতীকগুলো অনুরূপভাবে সংজ্ঞায়িত

$l_a, l_b, l_c$ : যথাক্রমে  $A, B, C$  কোণের সমদ্বিখণ্ডক

$H_a, H_b, H_c$ : যথাক্রমে  $a, b, c$  বাহুর উপর বিপরীত শীর্ষ থেকে অঙ্কিত লম্বের পাদবিন্দু

$p$ : অর্ধপরিসীমা =  $\frac{(a + b + c)}{2}$

$M_a, M_b, M_c$ : যথাক্রমে বাহুগুলোর মধ্যবিন্দু

$aa, bb, cc$ : যথাক্রমে  $a, b, c$  বাহুগুলোকে বর্ধিত করলে যে রেখাসমূহ হয়

$L_a, L_b, L_c$ : যথাক্রমে  $a, b, c$  বাহুর উপর বিপরীত শীর্ষ কোণের সমদ্বিখণ্ডকের পাদবিন্দু

$S$ : ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল

$O, R$ : পরিকেন্দ্র ও পরিবৃত্তের ব্যাসার্ধ

$S_a, S_b, S_c$ : যথাক্রমে  $A, B, C$  কোণের সমদ্বিখণ্ডকের সাপেক্ষে ওই বিন্দুসমূহ থেকে অঙ্কিত মধ্যমাগুলোর প্রতিসম সরলরেখাসমূহের পাদবিন্দু।

$H$ : শীর্ষবিন্দু থেকে অঙ্কিত উচ্চতাসমূহের

ସୂତ୍ର: <a href="http://www.cut-the-knot.org/triangle/">http://www.cut-the-knot.org/triangle/</a>			
$a, b, C$ (SAS)	$A, B, c$ (ASA)	$a, b, c$ (SSS)	$A, a, b$ (ASS)
$M_a, M_b, M_c$	$a, b, m_c$	$a, b, m_b$	$m_a, m_b, c$
$m_a, m_b, b$	$H_a, H_b, H_c$	$h_c, l_c, m_c$	$R, a, b$
$R, h_a, a$	$R, m_a, a$	$h_a, b, c$	$h_a, h_b, b$
$h_a, h_b, c$	$h_a, a, b$	$m_a, m_b, h_c$	$h_a, h_b, m_c$
$A, h_b, h_c$	$a, h_b, R$	$h_a, h_b, m_a$	$A, h_a, m_a$
$a, b, l_c$	$A, h_a, p$	$A, R, r$	$a, R, r$
$aa, H_b, H_c$	$h_a, h_b, h_c$	$A, a, h_a$	$A, a, m_a$
$a, h_b, l_c$	$A, B, h_c$	$A, h_a, l_a$	$A, a, r$
$A, a, R$	$A, B, p$	$a, b, A$	$A, B, l_c$
$m_a, h_a, m_b$	$a, h_a, m_a$	$a, h_a, m_b$	$a, h_b, m_a$
$a, h_b, m_b$	$a, h_b, m_c$	$A, h_a, h_b$	$m_a, m_b, m_c$
$l_a, l_b, l_c$	$a, l_a, h_a$	$A, O, H$	$A, B, G$
$a, m_a, l_a$	$A, B, H$	$A, B, I$	$O, H, I$
$m_a, h_a, h_b$	$m_a, h_b, h_c$	$m_a, h_a, l_a$	$R, a, m_a$
$A, a, b + c$	$A, b, a + c$	$A, a, b - c$	$m_a, m_b, a/b$
$R, a, m_b$	$A, a, l_a$	$h_a, l_a, b$	$A, m_b, h_a$
$A, r, m_a$	$a, A, m_c/m_b$	$a, r, h_a$	$A, r, c - a$
$A, r, ha$	$l_a, h_a, R$	$l_a, h_a, r$	$m_a, h_a, R$
$m_b, h_a, A$	$m_b, R, A$	$h_a, m_a, r$	$aa, bb, \text{the Euler line}$
$A, O, I$	$R, r, h_a$		



## আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড

পৃথিবীর সকল দেশের ক্রীড়াবিদদের নিয়ে যেমন ক্রীড়ার শ্রেষ্ঠ আসর অলিম্পিক খেলা হয় ঠিক একইভাবে সারা পৃথিবীর মেধাবী তরুণদের নিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে অলিম্পিয়াড প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গণিত, পদার্থ বিজ্ঞান, রসায়ন শাস্ত্র, ইনফরমেটিক্স (কম্পিউটার প্রোগ্রামিং), জীববিজ্ঞান, দর্শন, ভূগোল ও মহাকাশ বিদ্যা এর মধ্যে অন্যতম। এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে সকল দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে যেমন বন্ধুত্বের সম্পর্ক স্থাপিত হয়, ঠিক তেমনি এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের ফলে বিভিন্ন দেশের ছেলেমেয়েদের মধ্যে বিশ্বমানের দক্ষতাও তৈরি হয়। এই অলিম্পিয়াডগুলোর মধ্যে সর্বপ্রথম শুরু হয় আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড (আইএমও)। এর প্রথম আসর বসে ১৯৫৯ সালে রুমানিয়ায়। ঠিক অলিম্পিক আসরের মত এই প্রতিযোগিতা বিভিন্ন দেশে ঘুরে ঘুরে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আইএমওতে একটি দেশ থেকে সর্বোচ্চ ৬ জন স্কুল-কলেজ পর্যায়ের ছাত্র/ছাত্রী অংশগ্রহণ করতে পারে। তাদের সঙ্গে একজন দলনেতা এবং উপদলনেতা থাকতে পারে। মেধার এই শ্রেষ্ঠ আসরে বাংলাদেশ সর্বপ্রথম ২০০৫ সালে অংশগ্রহণ করে। এযাবত এই প্রতিযোগিতা থেকে বাংলাদেশের প্রতিযোগীরা ৬টি রৌপ্য, ১৯টি ব্রোঞ্জ এবং ২৫টি সম্মানসূচক উদ্ভূতি অর্জন করে প্রমাণ করেছে যে যত কঠিনই হোক না কেন আমাদের তরুণেরা দক্ষতার সঙ্গে চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করতে পারে। পৃথিবীর নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আইএমওতে সাফল্য অর্জনকারী ছাত্রদের পড়ালেখার জন্য আকৃষ্ট করে।



টেরেন্স টাও



গ্রিগরি পেরেলম্যান



মরিয়ম মিরখানি

এই প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করে পরবর্তী জীবনে অনেকেই নামকরা বৈজ্ঞানিক হয়েছে। অনেকেই গণিতের নোবেল পুরস্কার খ্যাত ফিল্ডস মেডালসহ নানা গুরুত্বপূর্ণ স্বীকৃতি পেয়েছে। এর মধ্যে টেরেন্স টাও (সর্ব কনিষ্ঠ আইএমও ব্রোঞ্জ, রৌপ্য, স্বর্ণ পদক ও ফিল্ডস মেডাল বিজয়ী এবং অতিপ্রজ গবেষক), গ্রিগরি পেরেলম্যান (১৯৮২ সালে আইএমওতে পূর্ণ নম্বর পেয়ে স্বর্ণ পদক পান, পয়েনকারে কনজেকচার প্রমাণ করার সুবাদে এক মিলিয়ন ডলারের পুরস্কার এবং ২০০৬ সালে ফিল্ডস মেডাল নিতে অস্বীকার করেন), ফিল্ডস মেডাল বিজয়ী প্রথম মহিলা স্ট্যানফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ইরানের মরিয়ম মিরখানি (১৯৯৫ সালে আইএমওতে পূর্ণ নম্বর পেয়ে স্বর্ণ পদক পান এবং ২০১৭ সালে মাত্র ৪০ বছর বয়সে এই ক্ষণজন্মা গণিতজ্ঞ মৃত্যুবরণ করেন) উল্লেখযোগ্য।

সমাপ্ত